আউটসোর্সিংয়ে আয় করার সহজ উপায় গুগল অ্যাডসেন্স, সিপিএ, ই-সিপিএম ও অ্যাফিলিয়েশন

নাহিদ মিখুন

বেকার সমস্যা সমাধানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এখন ঘরে বসেই অর্থ উর্পাজন সম্ভব। এর জন্য বিনিয়োগের প্রয়োজন নেই। আপনি এই লেখাটা পড়ছেন। এর অর্থ আপনি আধুনিক, চিন্তাশীল, উন্নত মানসিকতার ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে আয়ের জন্য আগ্রহী। সারা পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে তার জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আয় করছেন।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে আয়ের পরিমাণটা জানা যাক। প্রথমে আমরা দেখি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কে কত আয় করেন। আপনি কমপিউটার থেকে মজিলা ফায়ারফক্সের মাধ্যমে http://www.websiteoutlook.com/-এ যান। এবার চিহ্নিত ঘরে google.com লিখুন এবং Calculate বাটনে ক্লিক করুন। তাহলে আপনি দেখতে পারবেন এ সাইটের প্রতিদিন আয় হলো ৩৩ লাখ ইউএস ডলার শুধু বিজ্ঞাপন আয় থেকে।

এখন দেখা যাক গুগল অ্যাডসেন্স থেকে আমাদের প্রতি মাসে কত আয় হতে পারে। একই সাথে আমরা ধাপে ধাপে জানব সিপিএ, ই-সিপিএম ও অ্যাফিলিয়েশন সম্পর্কে।

গুগল অ্যাডসেন্স কী

গুগল ইন্টারনেটের ৮০ শতাংশ জায়গা দখল করে রেখেছে। গুগলের ইন্টারনেটে বিভিন্ন ধরনের অনলাইন ব্যবসায় আছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো অ্যাডওয়ার্ড। এর ইউআরএল হলো http://adwords.google.com। কোটি কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর ৮০ শতাংশ ব্যবহার করে গুগলকে এবং ইন্টারনেটে গুগলের ব্যাপক রাজত্বের কারণে সারা বিশ্বের শত শত প্রতিষ্ঠান এদের পণ্য ও সেবা বিক্রি করার জন্য গুগল অ্যাডসেন্স প্রোগ্রমের মাধ্যমে অনলাইনে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে অনেক অর্থের বিনিময়ে। এই বিজ্ঞাপনগুলোকে মানুষের খুব কাছে পৌঁছানোর জন্য গুগল যে পদ্ধতি অবলম্বন করে অর্থাৎ যে প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিজ্ঞাপনগুলো মানুষের কাছে পৌঁছায়, সেই প্রোগ্রামের নাম হলের গুগল অ্যাডসেন্স। এর ইউআরএল হলো https://www.google.com/adsense/। অ্যাডসেন্স প্রোগ্রামের মাধ্যমে গুগল ওয়েব সাইট, ব্লগ সাইট, ফোরাম সাইট ও আর্টিকেল সাইট ইত্যাদি সাইটের মালিকের অর্থ আয় করার সুযোগ করে দেয় কিছু সহজ শর্তের মাধ্যমে।
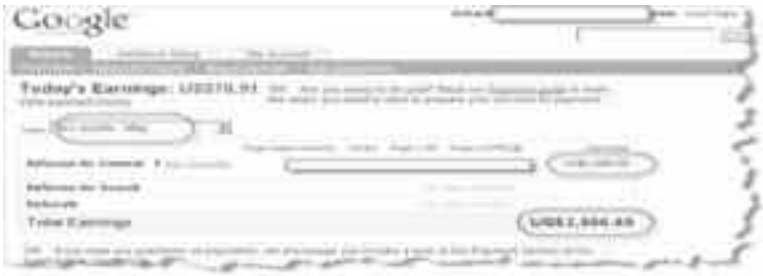
গুগল অ্যাডসেন্সের মাধ্যমে আপনার আয় হবে যেভাবে

গুগল অ্যাডসেন্সে অংশ নিলে গুগলের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন আপনার ওয়েবসাইটে দেয়া থাকে, যাতে ভিজিটরেরা দেখার জন্য বিজ্ঞাপনে ক্লিক করলে আপনার আয় হবে। সাধারণত একটি ক্লিকে ২০ থেকে ৩০ ইউএস ডলার পর্যন্ত আয় হয়ে থাকে। এখন যদি আপনার কেনা ও ফ্রি সব মিলিয়ে ১০০ ওয়েবসাইট থাকে এবং প্রত্যেকটি সাইটে পাঁচজন ভিজিটর বিজ্ঞাপনে ক্লিক করে, তাহলে আপনার আয়টা হিসাব করুন। আপনার আয় হবে প্রতিদিন ১০০ ইউএস ডলারের বেশি। আমরা যদি এ হিসাবটাকে আরও কম করে ধরি, তারপরেও তা আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে। আমরা ধাপে ধাপে জানব একই পরিশ্রমে কীভাবে চারটি উৎস থেকে আয় করা যায়। আপনি শুধু লেখাটা অনুসরণ করে যান, দেখতে পাবেন চার ধরনের উপায় থেকে আপনার আয় করার পদ্ধতি রয়েছে।

আয়ের যাত্রা শুরু

সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি গুগল বা অন্যান্য বিজ্ঞাপন নেটওয়ার্ক কোম্পানিগুলো থেকে আয় করতে চাইলে আমাদের একাধিক ওয়েবসাইট লাগবে। এ ক্ষেত্রে আমরা যদি ওয়েবসাইট কিনতে না পারি, তবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পাওয়া বিভিন্ন সংস্থার ব্লগ সাইট, ফ্রি সাব-ডোমেইন সাইট ব্যবহার করতে পারি (তবে এর অনেক সীমাবদ্ধতা আছে), যার সুবিধা দিয়েছে গুগল নিজেও। উদাহরণ হিসাবে ভিজিট করুন http://www.blogspot.com/

একটি ব্লগ সাইট তৈরি করতে একটি জি-মেইল অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে। জি-মেইল খুলতে http://mail.google.com-এ যান। Create an account-এ ক্লিক করুন। এবার ব্লগ সাইট তৈরি করার জন্য http://blogsopt.com-এ যান। উপরের ডান দিকের কোনা থেকে ভাষা হিসেবে ইংরেজি নির্বাচন করুন, যা

একেবারে উপরে ডান দিক থেকে দ্বিতীয় সারিতে। এবার জি-মেইল অ্যাড্রেস ও পাসওয়ার্ড দিয়ে Sign In করুন।

বি. দ্র. অনেক সময় সিকিউরিটি ও অপটিমাইজেশনের জন্য সাইটের স্ট্রাকচার পরিবর্তন হয়। সুতরাং লেখার সাথে না মিললেও আপনি ধীরে ধীরে সাইটের নির্দেশ অনুসরণ করে যাবেন কজ **চলবে**

ফিডব্যাক : *mentorsystms@gmail.com*